ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 005 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০০৫ ● কলকাতা ● ২০ পৌষ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SIR ইস্যুতে এবার 'অনিয়ম'-এর অভিযোগ উঠল। এই নিয়ে ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ''এনুমারেশন পর্বে যুক্ত থাকলেও BLA-দের শুনানিতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না।মমতা আরও বলেন, "জোর করে নাম কাটতে বলছে, নইলে জেলে পাঠানোর হুমকি দিচ্ছে। এত সাহ! আমি আছি এখানে। তুমি জেলে পাঠাবে! তোমাকে জেলে পাঠাব। ক্ষমতায় আছো বলে ঔদ্ধত্য, দাঙ্গাকারী, ব্যাভিচারী, দুঃশাসনকারী, বিভ্রান্তকারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী। এদের বড় বড় কথা। মাতঙ্গিনীকে মুসলিম বানিয়েছে। আমাকে তো সারাক্ষণ বানায়। আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না। তোরা

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 164

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিন্তু ফেরার যাত্রায় আমার হাল্কাভাব লাগছিল আর বিশেষভাবে আমার ভয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঐ স্থানে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। গুরুদেব বললেন, "এই স্থানে আসা তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তি। তুমি আর আমি ছাড়া এই স্থানে হাজার বছরে আজ পর্যন্ত কেউই পৌঁছতে পারেনি।" তিনি ঝুঁকে জলের কিনারা থেকে কিছু বনস্পতির পাতা আমাকে খেতে দিলেন এবং আগে চলতে শুরু করলেন।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বাংলার ভোটাধিকার রক্ষায় তৃণমূলের উদ্যোগ, ঝাড়গ্রামে 'বাংলার ভোট রক্ষা শিবির'

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের এসডিও অফিস চত্বরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল 'বাংলার ভোট রক্ষা শিবির'। গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়িকা বীরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন মুখার্জি, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, বাংলার মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদা লড়াই চালিয়ে যাবে। কোনওভাবেই গণতন্ত্রের ওপর আঘাত বরদাস্ত করা হবে না। পাশাপাশি তাঁরা জানান, SIR পরবর্তী সময়ে যাতে সাধারণ মানুষ কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেই লক্ষ্যেই এই সহায়তা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। শিবির ঘিরে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোটাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মানুষজনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়। গোটা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে।

শাহজাহান মামলার সাক্ষীকে খুনের চেষ্টায় ধৃতকে হেফাজতে নিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শেখ শাহজাহান মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলা ঘোষকে খুনের চেষ্টায় ধৃত আব্দুল আলিম মোল্লাকে নিজেদের হেফাজতে নিল সিবিআই। গত মাসে ন্যাজাটে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে ভোলা ঘোষের গাড়ির। লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলা ঘোষের ছেলে ও চালকের।সিবিআইয়ের দাবি, আলিম মোল্লা শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ। ইডির উপর হামলায় সরাসরি যুক্ত ছিল সে। এই বিষয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আলিম মোল্লাকে নিজেদের হেফাজতে সিবিআই নিল বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে ভোলানাথ ঘোষকে খুনের চেষ্টার যে অভিযোগ সামনে আসছে, তার অন্যতম ষড়যন্ত্রী আলিম মোল্লা ছিলেন বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা। বলে রাখা প্রয়োজন, সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআই যে মামলা করেছে, সেই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন ভোলানাথ ঘোষ। ডিসেম্বর মাসে একটি কাজে আদালতে যাচ্ছিলেন তিনি। ভোলানাথের সঙ্গেই গাড়িতে ছিলেন ছোটো ছেলে ও চালক। ন্যাজোটের বয়ারমারি পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি ট্রাকের সঙ্গে ভোলানাথ ঘোষের গাড়ির একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এরপর ৪ পাতায়

মগরাহাট-কাণ্ডে রাজীব কুমারের কাছে রিপোর্ট চাইল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যে প্রশ্ন শোনা গিয়েছিল সি মুরুগানের মুখে। এবার সেই প্রশ্ন ফিরে এল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের চিঠির মধ্যে দিয়ে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে চিঠি পাঠাল কমিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে SIR-এর কাজে গিয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগানের 'বিক্ষোভ' ও 'হামলার' মুখে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল জ্ঞানেশ কুমারের দফতর।বিশেষ পর্যবেক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে এবার রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি পাঠাল নির্বাচন কমিশন। তাতেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। সংশ্লিষ্ট চিঠিতে লেখা রয়েছে, 'মহকুমা শাসক ও জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষ পর্যবেক্ষকের কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করার পরেও কোনও রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলত তাঁকে নিরাপত্তা ছাড়াই নিজের কাজ করতে হয়েছে। এই ঘটনা আসলের রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের গুরুতর ত্রুটির ফসল।' এই মর্মে রাজীব কুমারের কাছে একটি 'অ্যাকশন টেকেন

রিপোর্ট' অর্থাৎ ওই ঘটনার ভিত্তিতে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতে চেয়েছে কমিশন। চিঠিতে সাফ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার বিকাল ৫টার সেই এটিআর রিপোর্ট কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যখনই কোনও ইলেক্টোরাল রোল অবজারভার বা বিশেষ পর্যবেক্ষক কোনও এলাকায় পরিদর্শনে যাবেন, তখন তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা-সহ একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিককে অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে বলেও নির্দেশ কমিশনের।প্রশ্ন তুলল বিশেষ পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিয়ে। পাশাপাশি, কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেই মর্মেও রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে চাইল রিপোর্ট।

হামলার মুখোমুখি বিশেষ পর্যবেক্ষক ঘটনা গত সোমবারের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে একটি স্কুলে আয়োজিত এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে নথিপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান। সেই কাজের সময় কিছু অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি এসে ভিড় জমান ওই স্কুলে। আগেই আঁচ পেয়ে পৌঁছে যায় উস্থি থানার পুলিশ। তখনকার মতো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। বিপত্তি ঘটে স্থানীয় একটি আইটিআই কলেজের পথে। বিশেষ পর্যবেক্ষকের অভিযোগ, পথেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে চড়াও হয় বিক্ষোভকারীরা। গাড়ির লক ভেঙে চালককে টেনে বের করার চেষ্টা চালান তাঁরা। সেই সময় মুরুগান বলেন, "আমি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কাজ করতে এসেছি। তারপর ওরা যা করল, সেটাও আমি রিপোর্ট করব।" রিপোর্ট তিনি পাঠিয়েছেন। দু'দিনের মাথায় নয়াদিল্লিতে রিপোর্ট পাঠান পর্যবেক্ষক।

(১ম পাতার পর)

ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যত বলবি, আমি তত খুশি। আদিবাসী, তফসিলি, মাটির মানুষ, সংখ্যালঘু, পার্সি, খ্রিস্টান যা ইচ্ছে বানাও। আমার কিছু যায় আসে না। যতদিন বাঁচব দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে লড়ব। ১ কোটি ৩৬ লোকের কথায় আসুন। BLA-দের কেন ঢুকতে দেবে না? হোয়াটসঅ্যাপের কী ভ্যালু? বুকের পাটা থাকলে লিখিত দিন। আমি আদালতে যাব। "শুনানিতে BLA-দের অনুপস্থিতি SIR-এর স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই SIR চলছে। এই সব অনিয়ম, খামতি দূর না করলে গোটা SIR প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে। এই ভাবে SIR চলতে থাকলে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।"

এর আগে বড়জোড়ার সভা থেকে শাহকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতাবন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি আসলে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করছে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। মমতা বলেছিলেন, "রাজনৈতিক হ্যাংলার দল। আগের বার এসে বলেছিল, 'ইস বার ২০০ পার'। পগার পার হয়ে গিয়েছে। এবার করছে SIR। এত মানুষের মৃত্যু, ৫৮ থেকে ৬০ জন। ৯৬ বছরের মানুষকেও ডেকে পাঠাচ্ছে! জীবনে মা-বাবাকে সম্মান জানাওনি, বয়স্কদের সম্মান জানাবে কী করে? লজ্জা করে না! শুধু তুমি খাবে, তোমার ছেলে খাবে।"

মমতা আরও বলেন, "৫৪ লক্ষের নাম বাদ গেল কেন? অর্ধশিক্ষিতদের দল, ওই দুঃশাসনবাবুকরিয়েছেন। তাঁকে উত্তর দিতে হবে। বাংলা ভদ্র বলে আজ আপনি তালকুটিরেলুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমরা চাইলে, অসৌজন্যতা করলে, এক পা বেরোতে দিতাম না আপনাকে। আপনার ভাগ্য ভাল যে এত অত্যাচারের পরও আতিথেয়তা করছি। এটা দুর্বলতা নয়, আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি। ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচার করছেন। কই আমরা তো করি না? বাংলাতেও ১.৫ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। আমরা ভালবেসে আপন করে নিয়েছি তাঁদের। ১৯৪৭ সালে তিনটি দেখ এক ছিল। বহু মানুষ এপার থেকে এপারেগিয়েছেন, পঞ্জাব থেকে পাকিস্তানে গিয়েছেন, আবার ওপার থেকেও এসেছেন। বাংলা ও পঞ্জাব সবচেয়ে ভুক্তভোগী। আজ বলছেন অনুপ্রবেশকারী হটাব। এতদিন কী করছিলেন, দুধভাত খাচ্ছিলেন?"

মুড়িগঙ্গা নদীর উপর তৈরি হবে মুখ্যমন্ত্রীর 'স্বপ্নের সেতু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুড়িগঙ্গা নদীর উপর তৈরি হতে চলেছে বহু চর্চিত গঙ্গাসাগর সেতু। তৈরি হবে ৪.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই চার লেনের সেতু। আগামীকাল সোমবার এই প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সেতু তৈরি হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ এবং অপর প্রান্তে থাকা কচুবেড়িয়া জুড়ে যাবে।

জানা গিয়েছে, গঙ্গাসাগর সেতু প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় প্রায় ১,৬৭০ কোটি টাকা। আগামী চার বছরের মধ্যে সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেতুর নকশাও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সেতুটি দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা নিবেদিতা সেতুর আদলে তৈরি করা হবে। শুধু তাই নয়, সেতু নির্মাণে জমির অধিগ্রহণের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, গঙ্গাসাগর সেতুর জন্য কাকদ্বীপের অংশে ৭.৯৫ একর এবং কচুবেড়িয়া অংশে ৫.০১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাকি জমি অধিগ্রহণের

এরপর ৬ পাতায়

যোগীরাজ্যে সরকারি পরিষেবার চাবিকাঠি এখন 'ফ্যামিলি আইডি'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তরপ্রদেশের সাধারণ মানুষের দুয়ারে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এক অভিনব বিপ্লব ঘটিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। প্রশাসনের লক্ষ্য একটাই, সমাজের শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিও যেন কোনও ভাবেই সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। এই উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রাজ্যজুড়ে চালু করা হয়েছে 'ফ্যামিলি আইডি' বা 'এক পরিবার এক পরিচয়' প্রকল্প।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ডিজিটাল ও দায়বদ্ধ শাসনের এই মডেল ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাঁদের কাছে রেশন কার্ড নেই, তাঁরাও যাতে সরকারি প্রকল্পের বাইরে না থাকেন, তার জন্য বিশেষ রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আধার নম্বরের সঙ্গে মোবাইল নম্বর যুক্ত থাকলেই ওটিপি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে যে কেউ এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন। এমনকী সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এই কার্ড এখন 'ডিজিলকার'-এও মজুত রাখা হচ্ছে। প্রায় ১৯ লক্ষ কার্ড ইতিমধ্যেই বিলি করা হয়েছে। প্রতিটি কার্ড পিছু সরকারের প্রায় আট টাকা খরচ হলেও জনগণের জন্য এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিক-

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির কাছে 'ইস্তেহার' জমা দিলেন রাজ্যপাল

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশ করা হল ইস্তেহার। তবে এই ইস্তেহারকোনও রাজনৈতিক দলের নয়, বাংলার উন্নতির জন্য কী কী করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রপতির কাছে সেই রিপোর্ট ইস্তেহারের আদলে জমা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পরবর্তীতে এই ইস্তেহাররাজ্যের সব রাজনৈতিক দল, এমনকী রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছেও দেওয়া হতে পারে, সেই কথাও জানান রাজ্যপাল।এদিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতে মূলত তিনটি বিষয় জানিয়ে এসেছেন রাজ্যপাল। যার প্রথমটি হল এই ইস্তেহার ও দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রপতির জীবনীর উপর বই লেখার ইচ্ছাপ্রকাশ। তৃতীয় বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা যাবে না বললেও সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন 'দুর্নীতি' ও 'অপশাসন' সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

সাধারণত, নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলই ইস্তেহার প্রকাশ করে ভোটারদের জানায়, তারা ক্ষমতায় এলে কী কী করতে চায়। হঠাৎ করে রাজ্যপাল কেন সেই কাজ করতে গেলেন? জবাবে আনন্দ বোস বলেন, "এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সাংবিধানিক দায়িত্বে থেকে গত কয়েক বছরে আমি যা যা দেখেছি, বুঝেছি, সেটাই রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেছি। এটাকে একটা পরিকল্পনা বলতে পারেন। যেখানে কৃষি থেকে শিল্প, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্যে কোথায়, কীভাবে, কী কী করলে তা বিকশিত বাংলা হবে, তার রূপরেখা আছে।"

যে ইস্তাহার রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিয়েছেন রাজ্যপাল, তার শীর্ষক-শান্তি, শুদ্ধি ও সমৃদ্ধি। 'রোডম্যাপ ফর এ নিউ বেঙ্গল'। অর্থাৎ নতুন বাংলার রূপরেখা। এই ইস্তাহারের প্রচ্ছদ নিয়েও আবার শুরু হতে পারে বিতর্ক। দুর্গাঠাকুর, হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হলুদ ট্যাক্সি, গ্রামবাংলার পাশাপাশি প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে দু'জনের ছবি। যাঁদের একজন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যজন জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, শীতকালীন অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ বাংলার বিভিন্ন মনীষী ও বন্দে মাতরমের ভুল উচ্চারণ করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী-সহ অনেক বিজেপি সাংসদ।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেরোতম পর্ব)

সিন্ধু দুটি শব্দের অর্থই নদী। সরস্বতী বৈদিক দেবী হলেও সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকরা সরস্বতীসদৃশা দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার দোয়াত-কলম

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

শাহজাহান মামলার সাক্ষীকে খুনের চেষ্টায় ধৃতকে হেফাজতে নিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলা ঘোষের ছেলে ও চালকের। ঘটনার তদন্তে নেমে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।প্রশ্ন ওঠে, ষড়যন্ত্র করেই ভোলানাথকে খুনের চেষ্টা করা হচ্ছিল? সেই ঘটনায় মুল অভিযুক্ত লরির চালক আলিম মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরেই তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে বসিরহাট আদালতের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। জানা গিয়েছে, সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত।

কিন্তু হঠাৎ আলিম মোল্লাকে কেন নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় সিবিআই? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০২৪ সালে রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে যান ইডি আধিকারিকরা। সেই সময় তদন্তকারী আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় তদন্তকারীদের। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। সেই মামলায় একাধিকবার আলিম মোল্লাকে তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পাঠানো হয় নোটিশও। কিন্তু সিবিআইয়ের ডাকে ধৃত আলিম মোল্লা সাড়া দেননি বলে অভিযোগ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁহার মূর্তি ভীষণদর্শনা। তিনি প্রত্যালীঢ়াসনে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং দুইটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও পাশ থাকে এবং দুইটি বাম করে খট্টাঙ্গ ও চক্র থাকে।

দ্বিতীয় মূর্তিতে তাঁহার রঙ পীত, মুখ চারিটি ও হাত চারিটি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, এবার আরাবুলের ছেলের গাড়িতে 'হামলা'। আরাবুল ইসলাম বনাম সওকত মোল্লার 'দ্বন্দ্বে' ধুন্ধুমার। আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুলের গাড়িতে হামলার অভিযোগ সওকত অনুগামীদের বিরুদ্ধে।সম্প্রতি, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে মারধর এবং গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে দলেরই অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। গত অক্টোবরে ভাঙড়ের ঘটকপুকুরে তৃণমূল পার্টি অফিসে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল বিধায়ক ও ভাঙড়ের তৃণমূলের পর্যবেক্ষক সওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে।সেই ঘটনার কয়েকদিন পর তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে সওকত মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও সব অভিযোগ উড়িয়ে দেন সওকত মোল্লা।শুধু তাই নয়, এক সময় যাঁদের মধ্যে তুমুল বিরোধ ছিল, সেই আরাবুল ইসলাম ও কাইজার আহমেদ যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে এলাকা থেকে সওকত মোল্লাকে হঠানোরও ডাক দেন। এইসব ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে, ফের প্রকাশ্যে চলে এল তৃণমূলের সংঘাত।গতকাল আরাবুল অনুগামী তৃণমূল নেতা অদূত মোল্লার বাড়িতে হামলা, খুনের অভিযোগ উঠে আসে। অদূত মোল্লার বাড়িতে যান আরাবুলের ছেলে ও তৃণমূল নেতা প্রদীপ মণ্ডল। অদূতের বাড়ি থেকে বেরতোই ঘটনার মোড় ! প্রদীপ মণ্ডলকে মারধরের অভিযোগ। পুলিশি হস্তক্ষেপে ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যে বেরিয়ে যান হাকিমুল ইসলাম।

শুক্রবারই, বারুইপুরের সভায় ২৬-এর ভোটে ২১-এর থেকে আসন বাড়ানোর পাশাপাশি ভাঙড় জয়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায় বলেন, এবার ভাঙড়ও তৃণমূল কংগ্রেসকে জিততে হবে। ৩১-এ ৩১ দক্ষিণ ২৪ পরগনা করতে হবে। তার জন্য আমাদের যত পরিশ্রম করার করতে হবে। ২০২১-এ তৃণমূল জিতেছিল ২১৪, এবার একটা হলেও আসন বাড়বে। আপনাদের কথা দিতে হবে, সেই একটা আসন যেন এই দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে হয়। একটা বুথেও বিজেপিকে গণতান্ত্রিকভাবে মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ করা যাবে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা!রবিবার সকালে আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল মোল্লা ও তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লার গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় ভাঙড়ে। মারধর, গাড়ি ভাঙচুর নিয়ে উত্তেজনা চরমে ওঠে। ISF-এর দাবি, ভাঙড়ের মানুষ তৃণমূলের এই খাওয়া-খায়ি দেখেই ISF-এর উপর আস্থা রেখেছে। আগামী দিনেও মানুষের আস্থা অটুট থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিধানসভা আসন ৩১ টি ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ৩০টিই দখল করে তৃণমূল। রাজ্যের শাসক দলকে হারিয়ে শুধুমাত্র ভাঙড় বিধানসভার যুদ্ধে জয়লাভ করে ISF.

ISF প্রার্থী নৌশাদ সিদ্দিকি পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ৯ হাজার ২৩৭ ভোট। আর তৃণমূলের করিম রেজাউল পেয়েছিলেন ৮৩ হাজার ৮৬ ভোট। ২৬ হাজার ১৫১ ভোটে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী।অন্যদিকে, ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।পরিসংখ্যান বলছে, গত বিধানসভা ভোটের ফলের নিরিখে বেওতা ১ এবং বামনঘাটা, এই দুই পঞ্চায়েত ছাড়া ১১টি পঞ্চায়েতেই ISF-এর কাছে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বলেন, ভাঙ্গড়ে ভেঙে যাওয়া তৃণমূলের সুযোগ নিয়েই ISF ২১-এ খাতা খোলে। অথচ এই ভাঙ্গড় তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ছিল। নেতৃত্বের উচিত আগে এদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটানোর ব্যবস্থা করা। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন।তার আগে, ভাঙড়ে বারবার মাথা চাড়া দিচ্ছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল।

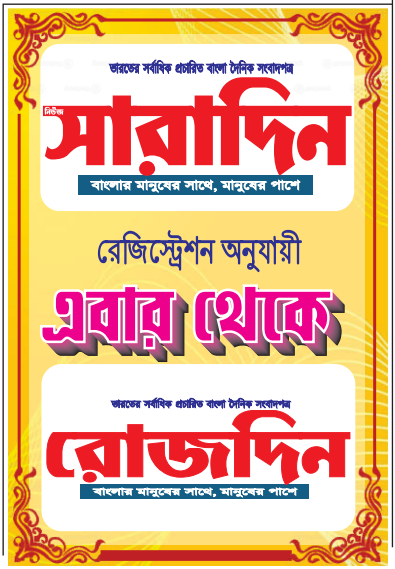

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

জাপান সাগরে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ উত্তর কোরিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাপান সাগরে দুইটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে দাবি করেছে উত্তর কোরিয়া। রবিবার (৪ জানুয়ারি) দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং চীন সফরের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন অভিযোগ করেছে জাপান।

দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ এক বিবৃতিতে জানায়, তারা স্থানীয় সময় সকালে দেশটির রাজধানী অঞ্চল থেকে বেশ কয়েকটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়টি সনাক্ত করেছে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রায় ৫৬০ মাইল (৯০০ কিলোমিটার) উড়েছিল এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ উৎক্ষেপণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে।

জাপানি সরকারের সূত্র অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো জাপানের একক্লুসিভ ইকোনমিক জোন-এর বাইরে পড়েছে। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যদিও উপকূলীয় এলাকায় চলাচলকারী জাহাজগুলোকে সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের কাছে না যেতে সতর্ক করা।

জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ আরও জানান, তারা উত্তর কোরিয়ার যেকোনো উস্কানি প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

এর আগে, উত্তর কোরিয়া গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর দুটি কৌশলগত দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছিল। রোববার কোরীয় উপদ্বীপের পশ্চিমে পীত সাগরে এই পরীক্ষা চালানো হয়। কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ তখন জানিয়েছিল, বিদেশি হুমকির বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ প্রস্তুতি' যাচাই করতেই এই মহড়া।

(৩ পাতার পর)

মুড়িগঙ্গা নদীর উপর তৈরি হবে মুখ্যমন্ত্রীর 'স্বপ্নের সেতু

কাজ খুব শীঘ্রই শেষ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।এর ফলে একদিকে গঙ্গাসাগরে পূর্ণ্যার্থী, পর্যটক ও সাগর দ্বীপে বসবাসকারী মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। তেমনই নন্দীবন্দর তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও মনে করা হচ্ছে। বিপদ হাতে নিয়ে মানুষকে আর ভেসেলে করে নদী পাড় হতে হবে না। বলা ভালো, যাতায়াতে বিপ্লব ঘটাবে গঙ্গাসাগর সেতু।

প্রায় ছয়বছর আগে মুড়িগঙ্গার উপর একটি সেতু তৈরির স্বপ্ন দেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য একাধিকবার কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য দরবার করে রাজ্য সরকার। কিন্তু কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণে সেই সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়নি! সাগরদ্বীপের মানুষ এবং গঙ্গাসাগর মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের কথা ভেবে সেতু গড়তে উদ্যোগ নেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে বাস্তব হতে চলেছে তাঁর দেখা স্বপ্ন! মুড়িগঙ্গার উপর তৈরি হবে ৪.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের সেতু। উভয়পাশে থাকবে ১.৫ মিটার চওড়া ফুটপাত। সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ কর্মকাণ্ডের শুভসূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩ পাতার পর)

যোগীরাজ্যে সরকারি পরিষেবার চাবিকাঠি এখন 'ফ্যামিলি আইডি'

প্রত্যেকের কাছে ন্যায্য অধিকার পৌঁছে দেওয়াই এখন যোগী সরকারের মূল লক্ষ্য।এর মাধ্যমে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি ব্যবস্থার সঙ্গে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে যুক্ত করে প্রতিটি যোগ্য পরিবারের কাছে একশো শতাংশ পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে প্রশাসন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মোট ৯৮টি প্রকল্পকে এই একটি ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছে, যার সুফল সরাসরি ভোগ করছেন উত্তরপ্রদেশের ১৫ কোটিরও বেশি মানুষ।

এই ১২ সংখ্যার অনন্য পরিচয়পত্রটি আসলে একটি পরিবারের সামগ্রিক তথ্যের ভাণ্ডার। প্রশাসনের দাবি, এই ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা যেমন বেড়েছে, তেমনই কমেছে জালিয়াতি বা একই ব্যক্তির একাধিকবার সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা। ফ্যামিলি আইডি পোর্টালে ইতিমধ্যে ৪৪ লক্ষের বেশি মানুষ আবেদন জানিয়েছেন। শহরের ক্ষেত্রে লেখপাল এবং গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসাররা এই নথি তৈরির কাজে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করছেন। এর সবথেকে বড় সুবিধা হল, একবার পরিবারের নাম নথিভুক্ত হয়ে গেলে সাধারণ মানুষকে আর বারবার আয়, জাতি বা বাসস্থানের শংসাপত্রের জন্য সরকারি অফিসে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। সমস্ত তথ্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেসে মজুত থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা অনেকটাই কমেছে।

সিনেমার খবর

এক ছবিতে ফিরছেন শাহরুখ খান-রজনীকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় সিনেমার দুই মহাতারকাকে আবারও একই ছবিতে দেখা যেতে চলেছে। দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্তের আসন্ন সিনেমা 'জেলার ২'-এ অভিনয় করতে যাচ্ছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান-এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন ছবিটির অন্যতম অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

সম্প্রতি এক ইন্টারভিউয়ে তেমনই ইঙ্গিত দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তবে কোন সিনেমা তার নাম উল্লেখ করেননি তিনি। এই ছবির মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো একসঙ্গে পর্দায় মুখোমুখি হতে পারেন শাহরুখ খান ও রজনীকান্ত। এর আগে ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়া 'রাওয়ান' ছবিতে দু'জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। ওই ছবিতে রজনীকান্ত অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয়, এমন কোনও ঘরানা আছে কি না, যা তার সবচেয়ে প্রিয়। তা হতে পারে পারিবারিক ছবি বা অ্যাকশনে ভরপুর অথবা থ্রিলার ঘরানা। উত্তরে অভিনেতা বলেন, ও ভাবে তো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আমার পরবর্তী ছবি 'জেলার ২', সেখানে সকলেই আমার বিরুদ্ধে। এরপরেই ছবির কলাকুশলী সম্পর্কে তিনি বলেন, রজনীকান্ত, মোহনলাল, শাহরুখ, রম্যা কৃষ্ণণ, শিবা রাজকুমার— প্রত্যেকে আমার বিরুদ্ধে। তার কথায় শুধু শাহরুখের উপস্থিতিই স্পষ্ট হয়নি, সেই সঙ্গে তিনি যে খলচরিত্রে অভিনয় করছেন তা-ও জানা গেল।

উল্লেখ্য, 'জেলার ২' হচ্ছে রজনীকান্ত অভিনীত ২০২৩ সালের সুপারহিট ছবি 'জেলার'-এর সিক্যুয়াল। প্রথম পর্বটি ভারতে প্রায় ৩৪৮.৫৫ কোটি রুপি এবং বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০৪.৫ কোটি রুপি আয় করে বক্স অফিসে বড় সাফল্য পেয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, 'জেলার ২' দিয়ে দীর্ঘদিন পর এক ছবিতে দুই সুপারস্টারের উপস্থিতি সিনেমাপ্রেমীদের জন্য বড় চমক হতে চলেছে।

পেশাদারত্বে অনন্য নোরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

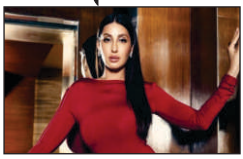

মুম্বাইয়ের ব্যস্ত রাজপথে মুহূর্তের অসতর্কতা কখনোই ছোট ঘটনা নয় এ সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হলো বলিউডের জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী নোরা ফাতেহিকে। আলো-ঝলমলে মঞ্চে ওঠার মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, মুম্বাইয়ের জনবহুল রাস্তায় একটি বেসামাল গাড়ি আচমকা নোরা ফাতেহির গাড়িতে ধাক্কা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সজোরে আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নোরাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মাথায় আঘাত লাগায় চিকিৎসকরা সতর্কতার সঙ্গে সিটি স্ক্যান করেন। রিপোর্টে স্বস্তির খবর মিলেছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা গুরুতর আঘাতের কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি। তবে চিকিৎসকরা তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন।

তবুও নোরা ফাতেহি যেন হার মানেননি। মাথার যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠেন। সেই সময় তার সঙ্গে ছিলেন আন্তর্জাতিক সুপারস্টার, মার্কিন সংগীতশিল্পী ডেভিড গুয়েটা। দুজনে একসঙ্গে যাচ্ছিলেন জনপ্রিয় সানবার্ন ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণের জন্য।

দুর্ঘটনার ধাক্কা সামলেই নোরা তার অদম্য মনোবল ও পেশাদারত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গাড়িতে উঠে তিনি শেষপর্যন্ত নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। ভক্তরা তার এই দৃঢ় মনোভাব ও দায়িত্বপরায়ণতার প্রশংসা করেছেন। নোরা ফাতেহির এই ঘটনা প্রমাণ করে, শুধু ট্যালেন্ট বা জনপ্রিয়তাই নয় দৃঢ় মনোবল, সাহস এবং পেশাদারত্বের সংমিশ্রণই একজন শিল্পীকে সত্যিই আলাদা করে তুলে। আহত অবস্থাতেও তিনি যে মঞ্চে দাঁড়াতে পারবেন তা দেখিয়ে দিলেন নোরা এবং এই দৃঢ়তা ভক্তদের মনে দীর্ঘসময় ধরে প্রেরণার ছাপ রাখবে।

নতুন পরিচয়ে অপর্ণা সেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে বহু চরিত্রে দর্শকদের মন জয় করা বরেণ্য অভিনেত্রী অপর্ণা সেন এবার অভিনয় বা পরিচালনার বাইরে নতুন পরিচয়ে হাজির হচ্ছেন। নতুন সিনেমা 'অদম্য'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি নিবেদক হিসেবে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং শিল্পের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই ছবিতে সম্পাদনা ও নির্দেশনার প্রেক্ষাপটকে সমৃদ্ধ করছেন।

রঞ্জন ঘোষের পরিচালনায় তৈরি এই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিয়ুন ঘোষ। তার সঙ্গে রয়েছেন সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায়, শৌর্য মাদ্রাজী, আর্যগিরি, শুভম দত্ত, রেলিশ খান, দেবাশিস গিরি, শঙ্কর বিশ্বাসসহ একঝাঁক তরুণ শিল্পী। তাদের অভিনয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে গল্পের জগৎ, যেখানে প্রকৃতি, মানুষ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের টানাপড়েন চলমান।

সিনেমাটি শুধু একজন যুবকের গল্প নয়; বরং একটি প্রজন্মের চরিত্র অন্বেষণ। মূল চরিত্র পলাশ, বয়স ২৩, পেশায় শিকারি; কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর খেলায় সে নিজেই হয়ে ওঠে শিকার। রাতের অন্ধকারে তার লড়াই যেমন চলতে থাকে, তেমনই প্রতিটি নতুন ভোরের সঙ্গে সামনে আসে নতুন প্রশ্ন, নতুন সংঘাত। দর্শক বারবার ভাবতে বাধ্য হন পলাশ কি একজন চরমপন্থী, নাকি বিপ্লবী? অপরাধী নাকি প্রতিবাদী?

ছবি শুরু হয় একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড দিয়ে, যা ধীরে ধীরে ভুল পথে পরিচালিত হয়। পরিচালক রঞ্জন ঘোষের ভাষায়, এই ছবি সেই সময়ের কথা বলে, যখন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ভাঙে, গণতন্ত্র রূপ নেয় নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে, গরিব আরও গরিব হয়, আর ধনীদের ক্ষমতা আরও পোক্ত হয়। আদিবাসীদের জমি চলে যায় ক্ষমতাশালী পুঁজির হাতে, সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখনই জন্ম নেয় একদল তরুণ, যারা শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। রাষ্ট্র তাদের 'চরমপন্থী' নামে অভিহিত করে, কিন্তু প্রকৃত সত্য জনগণের বিচারেই নির্ধারিত হয় দেশদ্রোহী নাকি দেশপ্রেমিক।

ভারত সফরের জন্য নিউজিল্যান্ডের দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছরের শুরুতেই তিনটি ওয়ানডে ও পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে ভারত সফরে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এই দুই সিরিজের জন্য চমক রেখেই শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে কিউই ক্রিকেট বোর্ড।

ঘোষিত দলে জায়গা হয়নি দলটির অভিজ্ঞ ব্যাটার ও সাবেক অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসনের। বিশ্বকাপ সামনে থাকায় এই ভারত সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।

সিরিজটি শুরু হবে ওয়ানডে ম্যাচ দিয়ে, এরপর অনুষ্ঠিত হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ঘোষিত দলে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে কিউদের নেতৃত্ব দেবেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করবেন মিচেল স্যান্টনার।

এদিকে দীর্ঘদিন পর টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন পেসার ম্যাট হেনরি ও অলরাউন্ডার মার্ক চ্যাপম্যান। দুই ফরম্যাটের দলেই জায়গা করে নিয়েছেন কাইল জেমিসন। সাম্প্রতিক সময়ের ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে দলে ডাক পেয়েছেন ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, বেভান জ্যাকবস, টিম রবিনসন, মিচেল রে ও জেডন লেনক্স।

ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট, বিশ্রাম এবং চোটের কারণে এই সিরিজে খেলছেন না কেইন উইলিয়ামসন, জ্যাকব ডাফি, রাচিন রবীন্দ্র, উইল ও'রুর্কে ও ব্লেয়ার টিকনার। ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কারণে ক্রিকেটারদের চাপ কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াড:

মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), আদি অশোক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জশ ক্লার্কসন, ডেভন কনওয়ে, জ্যাক ফোকস, মিচ হে, কাইল জেমিসন, নিক কেলি, জেডেন লেনক্স, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপস, মাইকেল রে, উইল ইয়ং।

অস্ট্রেলিয়ান গ্রেট বেভানকে ছাপিয়ে কোহলির 'বিশ্ব রেকর্ড'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ বিজয় হাজারে ট্রফিতে দারুণ ফর্মে বিরাট কোহলি। আগের ম্যাচে সেঞ্চুরির পর ফিফটি করলেন দ্বিতীয় ম্যাচে। বেঙ্গালুরুতে গুজরাটের বিপক্ষে আরেকটি ঝলমলে ইনিংস খেলে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন দিল্লির তারকা ব্যাটার।

৬১ বলে ১৩ চার ও ১ ছয়ে ৭৭ রান করেছেন কোহলি। তার দল ৯ উইকেটে করেছে ২৫৪ রান। পরে গুজরাটকে ২৪৭ রানে অলআউট করতে দুটি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন আগের ম্যাচে দ্রুততম ১৬ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়া ব্যাটার।

দিল্লির এই ব্যাটার এদিন সত্তর ছাড়ানো ইনিংস খেলে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। লিস্ট এ ক্রিকেট ইতিহাসে অন্তত ৫ হাজার রান করেছেন, এমন ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গড় তার।

দীর্ঘদিন ধরে এই রেকর্ড ধরে রাখা লিজেন্ডারি অস্ট্রেলিয়ান ফিনিশার মাইকেল বেভানকে পেছনে ফেলেছেন কোহলি। বহু বছর ধরে ৫৭.৮৬ গড়ে শীর্ষে ছিলেন সাবেক অজি তারকা। কোহলির গড় দাঁড়িয়েছে ৫৭.৮৭।

কোহলি ও বেভানের পরে যথাক্রমে সেরা পাঁচে আছেন ইংল্যান্ডের স্যাম হাইন (৫৭.৭৬), ভারতের চেতেশ্বর পুজারা (৫৭.০১), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৫৬.৬৮)। এরপর পাকিস্তানের বাবর আজম (৫৩.৮২) ও দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স (৫৩.৪৬) গড়ে ছয় ও সাতে।

১৫ বছর পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরে আন্ধ্রার বিপক্ষে ১৩১ রানের ইনিংস খেলেন কোহলি। সবচেয়ে কম ৩৩০ ইনিংস খেলে ১৬ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁন তিনি। এই রান করতে শচীন খেলেছিলেন ৩৯১ ইনিংস।

ভারতের শিশু পুরস্কার পেলেন সূর্যবংশী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের ক্রিকেটের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই পেয়েছেন তারকা তকমা। মাঠের উইকেট ও ম্যাচের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, ঝোড়ো ব্যাটিং ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না এই তরুণ ব্যাটার।

এবার তিনি দেশের যুবাদের জন্য সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে (পিএমআরবিপি) ভূষিত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর নয়াদিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন বৈভব। অনুষ্ঠানের পর অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে তার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে। তরুণদের অনুপ্রেরণা দিতেই এই সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য আজ বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিহারের হয়ে আজকের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলতে পারেননি। বৈভবের শৈশবের কোচ মানিশ ওঝা হিন্দুস্তান টাইমসকে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি ভবনের এই অনুষ্ঠান শেষে বাঁহাতি এই ওপেনার আর বিহার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন না। এর পরিবর্তে তিনি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে ভারতীয় যুব দলের প্রস্তুতি ক্যাম্পে যোগ দেবেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিশু পুরস্কার (পিএমআরবিপি) দেওয়া হয় ৫-১৮ বছর বয়সী শিশুদের। সাহসিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি পরিবেশ সংরক্ষণ, উদ্ভাবনবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা এবং ক্রীড়ায় অসাধারণ অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে এই পুরস্কার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR